দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৯.৩.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

.OL 067

পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের কৃতিত্ব

হিটরাসিন : দেশীয় ভেষজ থেকে যক্ষ্মার ওষুধ আবিষ্কার

।। আবদুল খালেক ।।

বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগের একটি অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। নাম 'হিটরাসিন'। 'হিটরাসিন' খেয়ে ইতিমধ্যেই এক হাজারেরও বেশি রোগী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এই ওষুধটি আবিষ্কার করেছে। ইনস্টিটিউটের ভেষজ ওষুধ বিভাগ দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে একটি গাছের পাতার রস থেকে 'হিটরাসিন' নামের এই ওষুধ আবিষ্কার করে। ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর কামালউদ্দীন আহমদ এবং ডঃ খুরশীদ জাহান এই 'হিটরাসিন' আবিষ্কার করেন। ঘাউপাতা হচ্ছে হিটরাসিনের একমাত্র উপকরণ। ঘাউ একটি ভেষজ গাছ। রাস্তার আশপাশে, বাগানে, বড় উদ্যানে বনেবাদাড়ে এই ঘাউগাছ জন্মে থাকে অনাদরে ও অবহেলায়।

ইনস্টিটিউটের একজন মুখপাত্র জানান যে, হিটরাসিন খেলে ২৮ দিনের মধ্যেই যক্ষ্মা রোগের উপশম ঘটতে শুরু করে। যক্ষ্মার যাবতীয় উপসর্গ এই ২৮ দিনে "নিগেটিভ" হয়ে যায়। রোগীর মধ্যে তখন রেডিওলজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট ঘটতে শুরু করে।

মুখপাত্রটি জানান : হিটরাসিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর গত দেড় বছর ধরে যক্ষ্মা রোগীদের মধ্যে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

হিটরাসিন

(১ম পৃঃ পর)

এক হাজারেরও বেশি রোগীকে হিটরাশিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। তারা এখন সম্পূর্ণ ভাল ও সংস্থ্য। এই দেড় বছরে শ্যামলি টিবি ক্লিনিকের আউট ডোরে যক্ষ্মা রোগীদের মধ্যে প্রায় দু লাখ হিটরাসিন টেবলেট বিতরণ করা হয়েছে। যক্ষ্মা চিকিৎসায় হিটরাসিন আশাতীতভাবে সফল প্রমাণিত হয়েছে। হিটরাসিন আমাদের দেশের চিকিৎসা জগতে একটি নয়া দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

হিটরাসিনের সাফল্য দেখে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শ্যামলী টিবি ক্লিনিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটকে দুটি কক্ষ বরাদ্দ করেছেন। ইনস্টিটিউট এখানে স্থায়ীভাবে যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসা করবে। বর্তমানে কক্ষ দুটিতে রোগীদের থাকার বেডসহ প্রাসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলছে। শীগগীরই ইনস্টিটিউট এই কক্ষ দুটিতে কাজ শুরু করবেন। এখন আউট ডোরে রেজিস্টার্ড রোগীদের মধ্যে হিটরাসিন বিতরণের কাজ চলছে।

ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে যে হিটরাসিন টেবলেট এবং ক্যাপসুল দুই আকারেই তৈরি হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের ভেষজ ওষুধ প্রকল্প এই নিয়ে এখন উচ্চতর গবেষণা চলছে। হিটরাসিনের মূল উপকরণ ঘাউপাতার রস খেলে দু দিনেই কঠিন ও পুরাতন রক্ত আমাশয় ভাল হয়ে যায়। ইনস্টিটিউট তার নিজস্ব জমিতে ঘাউ গাছের একটি হারবেরিয়াম গড়ে তুলেছে।